ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রূপায়ন দেব।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) তিনি মুজিবনগর উপজেলার রামনগরে অবস্থিত ব্র্যাকের এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আসাদুজ্জামান।

পরিদর্শনকালে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে যক্ষ্মার চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন ইউএনও রূপায়ন দেব। এ সময় প্রায় ২২ জন অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন।

এ ছাড়া ব্র্যাকের মাধ্যমে যক্ষ্মার ওষুধ সেবন করে সুস্থ জীবনযাপন করছেন এমন দুইজন রোগীর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তাদের অন্যদের সচেতন করার পরামর্শ দেন।

ইউএনও রূপায়ন দেব বলেন, “এক নাগাড়ে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কারও কাশি থাকলে অবশ্যই যেন তারা কফ পরীক্ষা করান।” এ ছাড়া তিনি ডেঙ্গু বিষয়ে উপস্থিত সবাইকে সচেতন করেন।

ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটিভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, রোগী শনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় সহায়তা, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, ডটস প্রদান এবং চিকিৎসার ফলোআপ।

পরে ইউএনও ব্র্যাক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ভার্মি কম্পোস্ট উপকরণ প্রদান, মুরগি ও

হাঁসের বাচ্চা প্রদান, গাছের চারা বিতরণ, চক্ষু ক্যাম্প এবং জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের মেহেরপুর জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) মো. মাসুদ, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মো. সেলিম রেজা, ডিএম (টিবি কনট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস, বিএম (দাবি) মো. মিজানুর রহমান, বিএম (বিসিইউপি) মো. আল আমিন, উপজেলা ম্যানেজার (টিবি কনট্রোল প্রোগ্রাম) বিচিত্র কুমার এবং শাখা হিসাব কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেনসহ অন্যরা।

ইবিতে ক্যারিয়ার হাব স্থাপনের লক্ষ্যে ব্র্যাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার হাব স্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্র্যাকের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিসের কনফারেন্স রুমে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা স্মারকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. ইদ্রিস আলী এবং ব্র্যাকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্র্যাকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ক্লাস্টারের সিনিয়র ডিরেক্টর সাফি রহমান খান।

সমঝোতা স্মারকের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ‘ক্যারিয়ার হাব’-এর একটি অফিস স্থাপন ও পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয়

কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন, বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং চাকরির বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ক্যারিয়ার হাব।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমতাজ হোসেন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. ইদ্রিস আলী, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান।

উপস্থিত ছিলেন ইবির সেন্ট্রাল ল্যাবের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রশাসন গঠিত কমিটির আহবায়ক কাজী মোস্তফা আরিফসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

ব্র্যাকের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ক্লাস্টারের সিনিয়র ডিরেক্টর সাফি রহমান খান, ক্যারিয়ার হাবের ম্যানেজার (এমপ্লয়মেন্ট) মো. আলিউল আজীম, ব্র্যাক স্কিলস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্যারিয়ার হাব প্রজেক্টের ম্যানেজার জে.এম সাইফুল ইসলাম, ক্যারিয়ার হাবের খুলনা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার আদিব আহসান শান্তু, ব্র্যাক স্কিলস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্যারিয়ার কাউন্সিলর ফারহা রহমান এবং খুলনা হাবের অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড এনরোলমেন্ট ইউনিটের সাজ্জাদুল ইসলাম।

ব্র্যাকের ক্যারিয়ার হাব সম্পর্কে প্রজেক্ট ম্যানেজার জে.এম সাইফুল ইসলাম জানান, দেশে ৪৭.৫ মিলিয়ন তরুণের মধ্যে প্রায় ৯.৩৯ শতাংশ বেকার, যার মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বা গ্র্যাজুয়েটদের বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি তিনজন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে একজন বেকারত্বের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই সংকট নিরসনে ২০১২ সাল থেকে ব্র্যাক সুবিধাবঞ্চিতদের দক্ষ করে তোলার কাজ শুরু করলেও ২০২০ সাল থেকে তরুণদের সরাসরি কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘ক্যারিয়ার হাব’।

তিনি জানান, বর্তমানে ৭টি সেন্টারের আওতায় প্রায় ৭১ হাজারের বেশি তরুণকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রায় ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে কাউন্সেলিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৪০০ জনের

বেশি তরুণকে সরাসরি বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

জে.এম সাইফুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক এই মডেলে তরুণদের জন্য ক্যারিয়ার অ্যাওয়ারনেস, চার ধরনের অ্যাসেসমেন্ট, নিয়মিত কাউন্সেলিং, সিভি রিভিউ, মক ইন্টারভিউ এবং সরাসরি কর্পোরেট এক্সপোজারের সুবিধা রয়েছে। সাধারণ জব ফেয়ারের বাইরে গিয়ে ‘ক্যারিয়ার এক্সপো’-তে অন-স্পট ইন্টারভিউ ও চাকরি নিশ্চিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। পাশাপাশি উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশনা এবং ব্যাংক বা এজেন্সির সহযোগিতাও দেওয়া হয়।

এছাড়াও ক্যাম্পাসে সরাসরি অন-স্পট নিয়োগ, ফেলোশিপ, গবেষণা অনুদান এবং গ্লোবাল সিটিজেনশিপ উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং আধুনিক কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিশ্বমানের আধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে আন্তর্জাতিক মানের ‘মাল্টি-সেন্সরস স্পেস’ স্থাপনসহ বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বিত একাডেমিক চুক্তি ও একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার আন্তর্জাতিক সংযোগ জোরদারের এই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজস্ব অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

উপাচার্য আরো বলেন, শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সনদ প্রদানের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দক্ষ, পেশাদার এবং কর্মসংস্থান উপযোগী প্রকৃত মানবসম্পদে রূপান্তর করাই বর্তমান প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ঢাকা-কেন্দ্রিক জনসংখ্যার চাপ ও অভিবাসন কমাতে হবে। দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষিত বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে বেকারত্বের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার যে ঝুঁকি রয়েছে, তা মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন।

তথ্য প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিস।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর ব্র্যাক অফিসে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার আয়োজিত এ চক্ষুসেবা ক্যাম্পে ৫৩৯ জন মানুষকে চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়।

ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সুদক্ষ টিমের মাধ্যমে এ চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী ৫৩৯ জনের মধ্যে ৩১৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া যেসব রোগীর চোখে ছানি ও অন্যান্য জটিল সমস্যা শনাক্ত হয়, তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনে রেফার করা হয়।

এ সময় চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ। তিনি ব্র্যাকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এ ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্র্যাক এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প পরিদর্শনে আসা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সেবাগ্রহীতারা ব্র্যাকের এ কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহ মো. জাহাঙ্গীর আলম, ডিভিশনাল কো-

অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন), শেখ মনিরুল হুদা, ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, জি. এম. নাজমুল হুসাইন, আরএম (দাবি), মো. রবিউল ইসলাম, আরএম (প্রগতি), নুরুন্নাহার পান্না, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি), মো. নুরুজ্জামান, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন) এবং মোস্তাফিজুর রহমান, বিএম (দাবি) প্রমুখ।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে হাঁসের বাচ্চা ও ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন উপকরণ বিতরণ

পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার পিছিয়ে পড়া নারী- পুরুষদের মাঝে প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করেছে ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচি।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সদরের ব্র্যাক এরিয়া অফিসে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মো. নাজমুল হাসান শাওন।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের হাঁস পালন পদ্ধতি, টিকা প্রদানের সময়সূচি এবং এ খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পাশাপাশি এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্র্যাককে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এলাকা ব্যবস্থাপক (মেহেরপুর সদর) নুরুন্নাহার পান্না, এলাকা ব্যবস্থাপক (মুজিবনগর) মো. জসিম উদ্দিন, আরসি (লিড) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. মোসাব্বির হোসেন এবং শাখা ব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ শেষে ৩৫ জন অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেককে ২০টি করে মোট ৭০০টি খাকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁসের বাচ্চা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। হাঁসের বাচ্চা পেয়ে উপকারভোগীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং ব্র্যাকের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এছাড়া একই দিনে মেহেরপুর সদর উপজেলার তিনজন এবং মুজিবনগর উপজেলার দুইজন কৃষকের মাঝে ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি তাদেরকে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শও প্রদান করা হয়।

ব্র্যাকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জমির উর্বরতা ও গুণগত মান বজায় রাখা এবং কৃষকদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে ৮শ গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি যক্ষ্মা রোগীদের সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, ব্র্যাকের রিডিং ক্লাস কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে গাছের চারা বিতরণে অংশ নেন।

পরিদর্শনকালে ইউএনও বাবলু সূত্রধর ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ব্র্যাকের উদ্যোগে এদিন মেহেরপুর সদর উপজেলায় সাধারণ মানুষের মাঝে ৩০০টি ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৮০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত চারার মধ্যে ছিল আম, নারিকেল, লিচু, কাঠবাদাম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন

প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ।

এ সময় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ব্র্যাকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, জেলা ব্যবস্থাপক (টিবি কন্ট্রোল কর্মসূচি) অচিন্ত্য কুমার বোস, উপজেলা হিসাব ব্যবস্থাপক দেবব্রত কুমার দাস, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মো. আইয়ুব, শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মাহমুদুল হাসানসহ ব্র্যাকের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

কোটচাঁদপুরে মাছ চাষে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের উদ্যোগে মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাছ চাষে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের উদ্যোগে এক মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনু্ষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলারপাঁচলিয়া বকুল সিটি পার্কে ৫০ জন মৎস্যচাষীকে নিয়ে এই কর্মশালা অনু্ষ্ঠিত হয়। এসময় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, ব্র্যাক ফিশারিশ এন্টারপ্রাইজের সাউথ-ওয়েষ্ট অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার কিংকর হালদার। এ সময় অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজের কোস্টাল অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রাকিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ অঞ্চলের ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজের সেলস অফিসার গোলাম কিবরিয়া।

বক্তারা বলেন, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খামারের লাভজনকতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সঠিক পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান বজায় রাখা, উন্নত মানের পোনা

ব্যবহার এবং সুষম খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে খরচ কমিয়ে অধিক লাভ অর্জন করা যায়। আয়োজকরা জানান, ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজ এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় বছরব্যাপী এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যা মৎস্যখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খামারিদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে চাষীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং অংশগ্রহণকারী মৎস্যচাষীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের গবাদিপশুর ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের টেংরামারি গ্রাম এবং মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে গবাদিপশুর ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিকিৎসা ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. তোফাজ্জল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. হারিছুল আবিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. খাইরুল ইসলাম, ব্র্যাক এগ্রি ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা মোসাব্বির হোসেন, আমদহ ইউনিয়নের ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন সার্ভিস প্রোভাইডার মো. মাজেদুল ইসলাম এবং দারিয়াপুর ইউনিয়নের সার্ভিস প্রোভাইডার মো. রনি মিয়া।

চিকিৎসা ক্যাম্পে মোট ২ হাজার ৫০০ গবাদিপশুকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ছিল ১ হাজার ৬০০টি গরু, ৮০০টি ছাগল এবং ১০০টি ভেড়া।

ব্র্যাকের নিজস্ব ভেটেরিনারি সার্জনদের মাধ্যমে পশুগুলোর চিকিৎসা দেওয়া হয়। পাশাপাশি খামারিদের মাঝে কৃমিনাশক ওষুধ, ভিটামিন, মিনারেলসসহ বিভিন্ন রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

এসময় খামারিদের গবাদিপশু পালন, রোগ প্রতিরোধ ও পরিচর্যা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শও প্রদান করা হয়।

ঐতিহ্য ও উৎসবের আমেজে দামুড়হুদা ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পিঠা উৎসব উদযাপিত

দামুড়হুদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম বিদ্যাপীঠ ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব-২০২৬। মঙ্গলবার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন এক টুকরো গ্রামের পল্লী বাংলায় পরিণত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা পরিদর্শক মোত্তাসিন বিল্লাহ। উপজেলা ভূমি অফিসের ক্যাশিয়ার ইসমত তোহা, সার্টিফিকেট পেশকার আনিসুর রহমান,সাহিরুল শেখ, সায়রাত

সহকারী এবং কম্পিউটার অপারেটর মশিউর রহমান। এসময় ভূমি অফিসের প্রতিনিধিগণ এসি ল্যান্ড মহোদয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান এবং পিঠা উৎসবের আয়োজকদের সাধুবাদ জানান। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাচ বাংলা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার সুনীল কুমার নাথ,এ্যসিসট্যান্ট চ্যানেল অফিসার চঞ্চল কুমার শাহাসহ দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ,ব্র্যাক অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বিপুল সংখ্যক অভিভাবকবৃন্দ।

গ্রামের বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে শিক্ষার্থীরা ৬টি দৃষ্টিনন্দন পিঠা উৎসবের স্টল সাজিয়েছিল। স্টলগুলোর সৃজনশীল নাম ও পিঠার বৈচিত্র্য সবার নজর কেড়েছে যেমন,পল্লীর ছোঁয়া,পিঠার সাতকাহন,কুড়েঘরে পিঠা,নবান্নের ঘ্রাণ,পিঠা বিলাস,বসন্তের ফুলঘর ও চা। স্টল গুলোতে ভাপা পিঠা,দুধপুলি,পাকান,ডিম সুন্দরী,রসকদম,জামাই পিঠা,নকমীপিঠা,তালের বরা,ছাঁচ পিঠা,ফলকাটা পিঠা,রসের পিঠা,কদম সুন্দরী, গাজরের হালুয়া, পুডিং, চিতই, পাটিসাপটা, ভাজাপুলি,গোলাপসুন্দরী, তারাপিঠাসহ নানা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসাবে জেলা শিক্ষা পরিদর্শক অফিসার মোত্তাসিন বিল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, “শিক্ষার পাশাপাশি এ ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের শেকড় এবং সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে।”

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুন নাহার বলেন, পিঠা উৎসবের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য উপস্থাপনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষুদে উদ্যোক্তা তৈরি করায় মূলত এই উৎসবের আয়োজন।যাতে তারা নিজেদের পন্য কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে,সজ্জিত করতে হবে,প্রফিট করতে হবে তা শিখতে পারে।একজন শিক্ষার্থী কে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মক্ষম করে তোলার চেষ্টাই হলো বিদ্যালয়টির সামগ্রীক প্রচেষ্টা।

শীতের শেষে এবং বসন্তের আগমনে এই পিঠা উৎসব ছিল এক মিলনমেলা। স্টলগুলোতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার স্বাদ আমন্ত্রিত অতিথিদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

রবিবার (৯ নভেম্বর) সকালে তিনি ব্র্যাক সিড ফার্ম, চাঁদবিল, আমঝুপিতে যান। সেখানে তিনি ব্র্যাকের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ফার্ম ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে বীজের গুণগত মান, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

এরপর জেলা প্রশাসক ব্র্যাক সদর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবিকাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যক্ষ্মা থেকে আরোগ্য লাভ করা কয়েকজন রোগীর খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যেখানে মাঠকর্মীরা রোগীদের শনাক্ত করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ব্র্যাক বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ ও রোগীদের চিকিৎসার ফলোআপ নিশ্চিত করে থাকে।

এ সময় জেলা প্রশাসক ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কেও ধারণা নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আরএম (এমএফ দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এআরএম

(এমএফ প্রগতি) মোঃ রবিউল ইসলাম, এএম (এমএফ দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, ইউএএম সমীর কুমার বিশ্বাস, এএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ আইয়ুব আলী, ডিএম (টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস এবং ব্র্যাক সিড ফার্ম ম্যানেজার মোঃ আজাদ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মুজিবনগরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন তিনি। বৈঠকে প্রায় ৩৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ও চিকিৎসাধীন প্রায় ১৫ জন রোগীর সাথে মতবিনিময় করেন এবং বলেন, এক নাগাড়ে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কারো কাশি থাকলে অবশ্যই কফ পরীক্ষা করতে হবে।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের যক্ষ্মা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বাল্যবিবাহ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশের যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্থাটি কমিউনিটি পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণ, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, চিকিৎসা ফলোআপ এবং সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্র্যাকের রিডিং প্লাস কর্মসূচি ও মুজিবনগর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি ও সফলতা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ব্র্যাকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, ব্র্যাক মেহেরপুর

জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, মেহেরপুর অঞ্চল আরএম (এমএফ-দাবি), নাজমুল হুসাইন, মুজিবনগর এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) মোঃ জসিমউদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মোঃ সেলিম, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের ডিএম অচিন্ত কুমার বোস, রিডিং গ্লাস কর্মসূচির এরিয়া ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের উপজেলা ম্যানেজার বিচিত্র, শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ শাখা ব্যবস্থাপক (বিসিইউপি) আল-আমিন প্রমুখ।